দৈনিক বাংলা

তারিখ 24 JUL 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

সাক্ষরতার হার

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাম্প্রতিক এক জরিপে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, দেশে সাক্ষরতার হার বেড়েছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব মতে বর্তমানে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার দাঁড়িয়েছে ২৮·৭ ভাগ। ১৯৮১ সালে দেশে সাক্ষরতার হার ছিল ২১·৩ শতাংশ। ১৯৯০ সালে সাক্ষরতার হার কিছুটা বেড়ে ২৪ শতাংশের সামান্য ওপরে দাঁড়ায়। কিন্তু বর্তমান সরকারের দু'বছরের অক্লান্ত শ্রমে এই সাফল্য যে অর্জিত হয়েছে সে কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী সাক্ষরতার হারে পুরুষ ও মহিলা এবং গ্রাম ও শহরের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বর্তমানে পাঁচ বছরের অধিক বয়স্ক গ্রামীণ সাক্ষরতার হার ২৫·১ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষ ৩২ ভাগ এবং মহিলা ১৭·৫ ভাগ। অপরদিকে শহরাঞ্চলের সাক্ষরতার হার ৬২·৩ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষ ৭২·৭ ভাগ এবং মহিলা ৫২·৫ ভাগ।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসীন হয়ে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গত বছরের মত ১৯৯৩-৯৪ সালের বাজেটেও শিক্ষাখাতে সবচেয়ে বেশী ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। সরকার সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছেন। মেয়েদের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ বিনাবেতন করেছেন; শুধু ঘোষণা নয়, এই ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়েছে। মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন। তেমনিভাবে 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা' কর্মসূচী হাতে নিয়ে এই খাতে নতুন গতির সঞ্চার করেছেন। আগামী ২৯ জুলাই খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হবে।

খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য, দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্ত পরিবারের স্কুল গমন উপযোগী ছেলেমেয়েদের স্কুলে নিয়ে আসা। প্রাথমিক-ভাবে ৬৪টি জেলার মধ্যে তিনটি পার্বত্য জেলা বাদে ৬১টি জেলার ৪৩৫টি ইউনিয়নে একটি করে স্কুলে পাইলট স্কীমের অধীনে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী চালু হতে যাচ্ছে। প্রতিটি স্কুলের ১০০ গরীব ও দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে মাসে ১৫ কেজি করে গম দেওয়া হবে। কোন পরিবারের একাধিক ছেলেমেয়ে স্কুলে গেলে এবং লেখাপড়া অব্যাহত রাখলে মাসে ৩০ কেজি করে গম দেওয়া হবে।

এই কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নে সরকার বদ্ধপরিকর। এই কর্মসূচী সফল হলে দেশে সাক্ষরতার হার নিঃসন্দেহে আরও দ্রুত বাড়বে। কমবে ড্রপ-আউটের সংখ্যা। তাছাড়া এই কর্মসূচী গ্রাম ও শহরের সাক্ষরতার ক্ষেত্রে যে ব্যবধান সৃষ্টি করছে তাও দূর করবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের যে ব্যবধান তা দূর করার ব্যবস্থাও কার্যকর হয়েছে বলে আশা করা যায়। আগামী কয়েক বছরে এই ব্যবধান যেমন কমবে, তেমনি সাক্ষরের হার বৃদ্ধি পাবে।

সরকার এই সত্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত আছেন যে, শিক্ষা ছাড়া জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। সে কারণেই শিক্ষা ক্ষেত্রে তারা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এই কর্মসূচী সকল করে তোলা সম্ভব হলে, নিঃসন্দেহে দ্রুত সাক্ষরতা বৃদ্ধি পাবে।